দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 DEC 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

~~103~~ 37

শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি হবে

॥ অবদুর রহিম ॥

বিগত কয়েক মাস যাবত বিভিন্ন কারণে দেশে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ায় এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষাসহ অন্যান্য ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং ভর্তি পরীক্ষা বিলম্বিত হবে। জনজীবন স্বাভাবিক থাকলেও আগামী জুন মাসের পূর্বে পূর্ণমাত্রায় লেখাপড়ার কাজ শুরু করার সম্ভাবনা খুবই কম।

গত অক্টোবর মাস থেকেই বিভিন্ন কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদান ব্যাহত হয়। এর ফলে পরীক্ষার সিলেবাস শেষ না করে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ শুরু করার ফলে ছেলে-মেয়েদের পক্ষে পরীক্ষা পূর্ব পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার রুটিন দেয়া হলেও ছাত্র-ছাত্রী তথা অভিভাবক এমনকি শিক্ষকগণও পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন।

ওদিকে শিক্ষাদান কাজে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টির কারণে এবং কোর্স সমাপ্ত করতে না পারায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র তৈরীতে কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে হয়েছে বলে জানা যায়।

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শিক্ষার পরিবেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র তৈরী সম্ভব না হওয়ায় বাজারের কেনা প্রশ্নের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এখনও শোনা গেছে যে, কোন কোন প্রেস এক স্কুলের প্রশ্নের নাম পরিবর্তন করে অন্যান্য স্কুলেও চালিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য এ ধরনের ঘটনা উভয় পক্ষের আলোচনা সাপেক্ষেই হচ্ছে বলে জানা গেছে।

আজকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হলেও শুধু পরীক্ষা গ্রহণেই সারা ডিসেম্বর মাস লেগে যাবে। বিশেষ করে যেসব স্কুলে একাধিক শিফট রয়েছে সে ক্ষেত্রে টেস্ট পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণ শেষ করা কঠিন হবে। আবার ডিসেম্বরের ২৪ তারিখ থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শীতকালীন ও বড় দিনের জন্যে বন্ধ দেয়ার কথা। ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হলেও ফল প্রকাশে জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ লেগে যাবে। ফলাফল প্রকাশের পর ভর্তি পরীক্ষা, বুকলিস্ট বিতরণ, বইপত্র কেনা এবং বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য বার্ষিক কর্মসূচী সম্পন্ন করতে ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হয়ে যাবে। আবার মার্চ মাস থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএসসি পরীক্ষার বন্ধ এবং এসএসসি পরীক্ষা শেষে রমজানের বন্ধের শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পূর্ণমাত্রায় লেখাপড়ার কাজ শুরু করতে জুন মাস এসে যাবে।

ওদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদান কার্যে বিভিন্ন বাধা-বিঘ্নতার কারণে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের পক্ষে পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ সম্ভব না হওয়ার ফলে এবারের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

কিন্তু এর ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হবে নিষ্ঠাবান ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের।